তারিখ 22 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

আজকের কাগজ

মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা

পৃথিবীর যে কয়টি দেশ মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করেছে, ব্রিটেন তার মধ্যে অন্যতম। এগারো বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক মৌলিক শিক্ষায় একজন মানুষকে নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই ওদের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। একটি শিশু ৪ বছর বয়সে শিক্ষা কেন্দ্রে আসে, ১৬ বছর বয়সে মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যায়, একাধারে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে এবং দৈনন্দিন জীবন উপযোগী মূল্যবোধ, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতা অর্জন করে।

ক' বছর আগেও ব্রিটেনে মৌলিক শিক্ষার জন্য সর্বজনীন জাতীয় কারিকুলাম ছিলো না। মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পড়ানোর বিষয় নির্বাচনে বিদ্যালয়গুলোতে স্বাধীনতা ছিলো। তবে কেবলমাত্র একটি বিষয় পড়ানোর জন্যই রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা ছিলো এবং ওই বিষয়টি ছিলো ধর্মীয় শিক্ষা। যদিও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ওই নির্দেশনার তোয়াক্কা করতো না। তারা তাদের ইচ্ছে মতো বিষয় নির্বাচন করতো এবং শিক্ষা দিতো। সাধারণত বিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত বিষয়গুলো ছিলো স্থানীয় বিশেষজ্ঞ কিংবা স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণিত এবং বলাবাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচিত বিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতির মান ছিলো আশানুরূপ।

ব্রিটেনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরের শেষে কোনো পরীক্ষা নেয়া হয় না। কিন্তু প্রতিটি ক্লাশেই অনুসরণ করতে হয় একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া। প্রতিটি ছাত্রের জন্য আলাদা আলাদা ফরমেটে তার অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ছাত্রটি কোন বইটি পড়ে শেষ করেছে, গণিতের কোন ধাপটি অতিক্রম করেছে সব কিছুই ঐ ফরমেটে লিখে রাখতে হয়। বছর শেষের প্রাক্কালে দেখা হয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সবকিছু সে শেষ করেছে কি না; যদি না করে থাকে তা হলে দ্রুত

সাধারণত সকাল ৮:৫০ মিনিটে ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। ৯.১০ মিনিট পর্যন্ত ছাত্ররা আসে ও নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে তাদের পোষাক বদল করে।

এ শিক্ষা ব্যবস্থায় 'মুখস্ত' করার কোনো নিয়ম নেই। সাধারণত আলোচনা, মাথা খাটানো প্রশ্নোত্তর, ভ্রমণ, প্রদর্শন পদ্ধতির ব্যবহার করে পাঠদান করা হয়। শিক্ষকরা ক্লাসে বসেই অনেক রকম শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেন। শিশুরাও তৈরি করে নানান উপকরণ। এগুলো ক্লাসে 'প্রদর্শন' করে রাখা হয়। প্রতিটি ক্লাসেই রয়েছে এ রকম অনেক উপকরণ। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যালয়ের প্রতিটি দেয়ালে টাঙানো হয় অনেক ডিসপ্লে। নিজেদের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাস, বারবার দেখা ও পুনরাবৃত্তির জন্যই ডিসপ্লেকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তিন মাস পর পর ডিসপ্লেগুলো পরিবর্তন করা হয়।

বিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই রয়েছে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ। প্রতিটি ক্লাসেই আধুনিক বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। প্রতিটি দল আলাদা সময়ে ওইগুলি ব্যবহার করে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক চর্চা করে। একইভাবে বিদ্যালয়ে রক্ষিত ক্রীড়া সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে শিশুরা খেলাধূলায় অংশ নেয়। পৃথিবীর নানা ধরনের নাচ-গান শিক্ষা দেয়া বিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক কাজের অন্তর্গত।

শিক্ষকরা সকল কাজেই ছাত্র-ছাত্রিদের মতামতকে গুরুত্ব দেন। বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি তৈরি করা

থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, উপকরণ সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে শিক্ষার্থিরা অংশ নেয়। স্কুলে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও কৃত অপরাধের জন্য ছাত্র-ছাত্রিদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে 'সরি' বলতে হয়। এভাবেই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে বৃটেনে ৫-১০ বছর বয়সী শিশুরা অত্যন্ত সফলভাবে তাদের মৌলিক শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং সামাজিক আচার আচরণ শিখে।

ব্রিটেনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নেই। শ' শ' বইপত্রের মধ্যথেকে শিশুরা তাদের পছন্দমতো বই নির্বাচন করে এবং পড়ে। এ বইগুলো 'গ্রেডেড' বা স্তরীভূত অর্থাৎ শ্রেণী ভিত্তিক রচিত। এখানকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে রয়েছে প্রচুর শিক্ষা উপকরণ। কম্পিউটার, নানা ধরনের ক্যালকুলেটর, টিভি-ভিসিআর থেকে শুরু করে সুই-সুতা অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার উপযোগী এমন কোনো দ্রব্য-সামগ্রী নেই যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয় না। প্রতিটি বিষয়ে সেখানে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়, একেবারে হাঁড়ি-পাতিল ধোঁয়া থেকে বিমানের টিকেট কাটা পর্যন্ত।

উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। যার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন জাতীয়তাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি সেখানে বাঙালি শিক্ষকের সংখ্যাও বেশি। তবে ক্লাস টিচার-এর মতো মূল দায়িত্বগুলো ব্রিটিশরাই গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত বিএ পাশ করার পর শিক্ষার ওপর দেড় বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করা যায়। এ কোর্সটিকে বলা হয় 'পিজিসিই' কোর্স (পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট অব এডুকেশন)। এছাড়াও ৪ বছর মেয়াদি বিএড ডিগ্রি নিয়েও শিক্ষকতার যোগ্যতা লাভ করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, এ সকল শতকরা ৬০-৭০ ভাগ অর্জন হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ে ক্লাস পরিচালনায় অংশগ্রহণ কেন্দ্রীক।

ব্রিটেনের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হয়, কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্থিক সহায়তাদানকারী সংস্থা, চার্চসমূহ, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও পেশাজীবী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কর্তৃক। প্রশাসনিক এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'কেন্দ্রিয়ভাবে পরিকল্পিত কিন্তু স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নাধীন" ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিবের কর্তৃত্বে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। শিক্ষাসচিব শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সংসদে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, বেতন-ভাতাসহ সব কিছুই স্থানীয় পরিষদের হাতে।

ব্রিটেনের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিদিন সকাল ৮.০০টা থেকে ৬.০০টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে কাজ করেন। ফাঁকি দেয়ার কোনো প্রবণতা নেই। পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া তাদের সঙ্গে কথা বলাও সম্ভব নয়। ছাত্র-ছাত্রিদের লেখাপড়ার মান অনেক উঁচুতে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে রয়েছে লাখ লাখ পাউন্ডের সম্পদ। তারপরেও খোদ ব্রিটেনে এ শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে। বলা হচ্ছে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বন্টন হচ্ছে না। তা ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রিদেরকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রেষণা প্রদান করে না। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা জীবনকেন্দ্রিক ও কারিগরি দক্ষতা ভিত্তিক নয় বলেও অভিযোগ উঠছে।

যাই হোক গঠনমূলক সকল সমালোচনাকে স্বাগত জানিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মধ্যেদিয়েই বৃটেনে মৌলিক শিক্ষা এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে।

★ তপন কুমার দাস